BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/04060013

Available Online: www.bijmrd.com | BIJMRD Volume: 4 | Issue: 06 | June 2026 | e-ISSN: 2584-1890

ভাষাতত্ত্ব থেকে ভাষাবিজ্ঞান: বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

Baishakhi Das & Dr. Ganesh Debnath

1. Research Scholar, Department of Bengali, OPJS University, Churu, Rajasthan, Email: baishakhid32@gmail.com
2. Assistant Professor, Department of Bengali, OPJS University, Churu, Rajasthan

Abstract (বিমূর্ত): *ভাষা এবং মানুষ এই শব্দ দুটি একে অপরের সাথে অবিচ্ছেদ্য রূপে আবদ্ধ। মানব জীবনের মুখ নিঃসৃত প্রত্যেকটি শব্দের, বর্ণের এবং বাক্যের রয়েছে ব্যুৎপত্তি গত রূপ, যা প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্য উভয় ক্ষেত্রেই বর্তমান। ভাষার ধরণ, গঠন, এবং অবয়ব সম্পর্কে প্রাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য আধুনিকতার পূর্ব মুহূর্ত থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত নানা পর্যালোচনা এবং গবেষণা চলে আসছে। পূর্বে ভাষা বিশ্লেষণ তত্ত্ব পরবর্তী পর্যায়ে গবেষণীয় অর্থাৎ বিজ্ঞান তত্ত্বে পর্যবসিত হয়েছে। ভাষার ধ্বনিগত, রূপগত, বাক্যগত নানা ধারণা ভাষা জিজ্ঞাসায় গবেষিত হয়েছে। ভাষার শৈলীর ধরণও ভাষা বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। ভাষা থেকে সৃষ্ট নানা উপভাষা কালের সময়সীমার আরও নতুন নতুন ভাষার জন্ম দিয়েছে যা ভাষা পরিবারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। বিভিন্ন ভাষা বিজ্ঞানীর ধারণাকে একত্রিত করে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবার থেকে জন্ম হচ্ছে নানা ভাষা তার থেকে সৃষ্ট হচ্ছে নানা রূপ। মানুষের কথন দক্ষতার ধরণ, উপস্থাপনা কিংবা পরিবেশগত পর্যায় ভাষা নিজেকে বিবর্তিত ও পরিবর্তিত করে চলেছে। ঐতিহাসিক কিংবা বর্ণনামূলক গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে ভাষা বারংবার চর্চিত এবং বিশ্লেষিত। প্রাচীন বৈদিক (প্রাচ্য) কিংবা রেনেসাঁ বা নবজাগরণের যুগের পূর্ব মুহূর্ত থেকে বর্তমান উন্নততর প্রযুক্তিবিদ্যায় বিজ্ঞান শাখার অন্যান্য গবেষণার মত ভাষা বিজ্ঞান শাখার আরও একটি অংশ। যাকে পরীক্ষাগারে সংশ্লেষিত ও বিশ্লেষিত করা হয়। যা নিয়ম ও চর্চায় তাত্ত্বিক থেকে বাস্তবিক হয়ে ওঠে।*

Keywords (সূচক শব্দ): *ভাষা, ভাষাতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান, ঐতিহাসিক, বর্ণনামূলক, ভাষা গবেষণা।*

ভূমিকা:

ভাষা হল মানবজীবনের আয়না। আয়না যেমন মানুষের প্রতিবিম্বকে ফুটিয়ে তোলে, তেমনি ভাষার মধ্য দিয়ে মানুষের আচার-আচরণ, ব্যক্তিত্ব এবং সর্বোপরি অস্তিত্ব প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। ভাষার মধ্য দিয়ে শুধু ব্যক্তিসত্তা নয়, ফুটে ওঠে সভ্যতা এবং সংস্কৃতির প্রাচীনতর ঐতিহ্য। মানুষের উচ্চারিত অর্থবহ বহুজনবোধ্য ধ্বনির সমষ্টিকে ভাষা বলা হয়। আদিমকালে মানুষেরা বোঝানোর জন্য নানা আকার, ইঙ্গিত ও ঈশারা ব্যবহার করত; পরবর্তীকালে সাধনা ও প্রচেষ্টার অগ্রসরমানতায় কালের বিবর্তন ও বিকাশের ফলে ভাষা বিকশিত হয়, যা মানুষের বাগযন্ত্র থেকে উদিত এবং ওষ্ঠ থেকে নির্গত রূপ। এই ভাষায় রয়েছে নানা রূপমাধুর্য, যা ভৌগোলিক পার্থক্য অনুযায়ী ভিন্ন। তার মধ্যে "বাংলা" সার্বভৌম ভাষাভিত্তিক জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা তথা সরকারি ভাষা। বাংলা ভাষাকে খুঁজে পাওয়া যায় ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোত্রে, যা মাগধী অপভ্রংশের সূত্র ধরে হয়ে উঠেছে আমাদের মাতৃভাষা। বাংলা ভাষার উৎপত্তির ছকটা আরেকটু স্পষ্ট করা যাক—

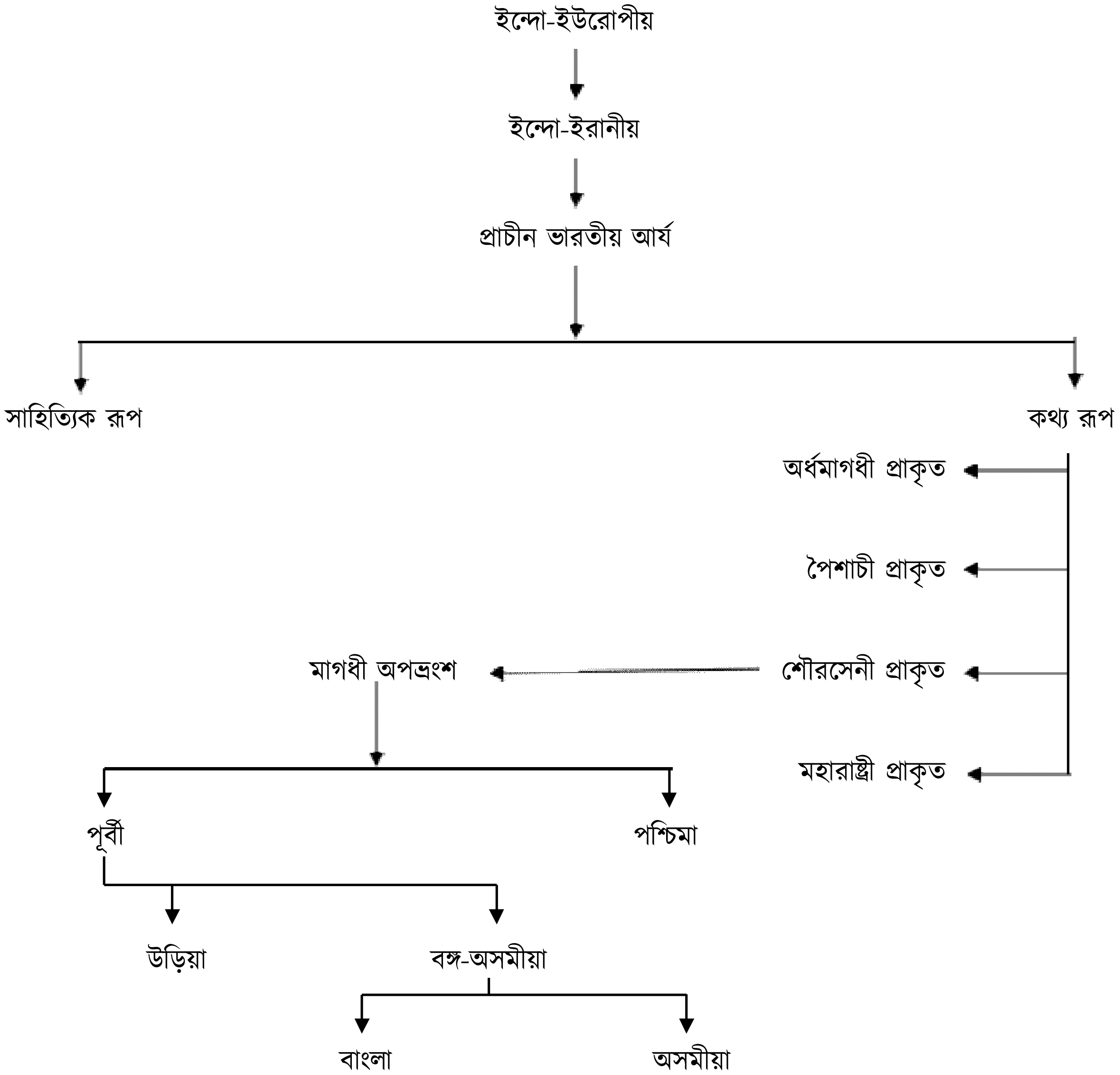

বাংলাদেশের অধিবাসীদের প্রথম ভাষা বাংলা ছিল না। প্রাচীন ভারতীয় আর্যদের ভাষার সাথে এই ভাষা ক্রমশ বিবর্তিত ও পরিবর্তিত হয়েছে। আর্যদের ভাষা বিবর্তনের সরলরেখার পথে ক্রমশ বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। সঙ্কর বাঙালি জাতির বাংলা ভাষা ও সঙ্কর ভাষা। আনুমানিক ৯০০ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মাগধী অপভ্রংশ অবহট্ঠ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম। বাংলা সাহিত্যের বিবর্তনের ইতিহাসের ধারায় বাংলা ভাষা ক্রমশ বিবর্তিত ও পরিবর্তিত হয়ে এসেছে। সাহিত্যের ইতিহাসের ধারায় বাংলা ভাষার বিবর্তনের রূপ ধরাটি হল—

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বাংলা ভাষার বিবর্তনের ধারা

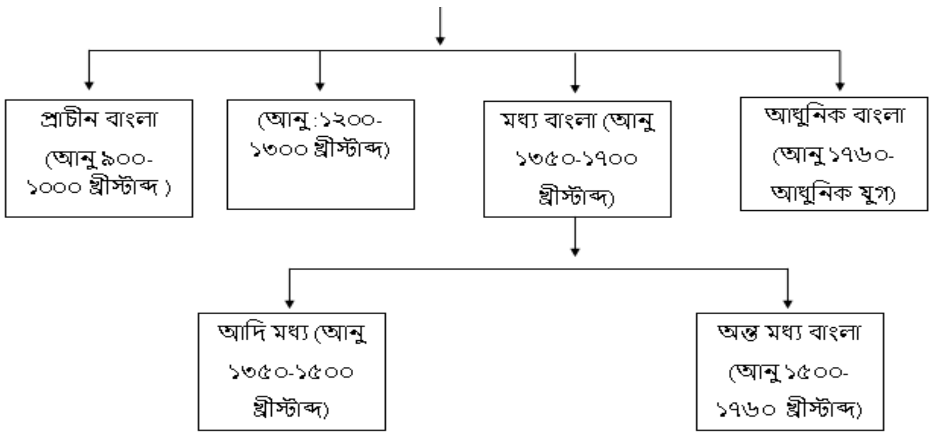

- **প্রাচীন বাংলা (আনু ৯০০- ১০০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত)**

নিদর্শন:

- ✓ বৌদ্ধ সহজিয়া সাধক গনের “চর্যাগীতি”
- ✓ বৌদ্ধ কবি ধর্মদাস রচিত ‘বিদগ্ধ মুখমণ্ডল’
- ✓ সেক শুভোদয়া ‘ য উদ্ধৃত গান ‘
- ✓ সর্বানন্দ রচিত ‘অমর কোষে’ র টীকা

- **মধ্য বাংলা (আনু ১৩৫০-১৭০০ খ্রীস্টাব্দ)**

আদি মধ্য (আনু ১৩৫০-১৫০০ খ্রীস্টাব্দ)

নিদর্শন:

- ✓ বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

অন্ত মধ্য বাংলা (আনু ১৫০০-১৭৬০ খ্রীস্টাব্দ)

নিদর্শন:

- ✓ বৈষ্ণবসাহিত্য
- ✓ মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন ধারা
- ✓ রামায়ণ, মহাভারত

- **আধুনিক বাংলা (আনু ১৭৬০- আধুনিক যুগ)**

নিদর্শন:

- ✓ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকবৃন্দ।
- ✓ খ্রিস্টান মিশনারীদের রচিত বাংলা গ্রন্থ।
- ✓ বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র পরবর্তী পর্যায়ের নানা রচনা সমূহ।

আধুনিক বাংলা ভাষায় বিশেষত্ব হলো সাহিত্য ব্যবহৃত সাধু ভাষা থেকে চলিত ভাষার স্বাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। চর্যাপদ এ এমন কিছু কিছু বিশিষ্ট প্রয়োগের কথা বিশেষজ্ঞরা উল্লেখ করেছেন, যা বাংলা ছাড়া অন্য কোন নব্য ভারতীয় আর্য ভাষায় পাওয়া যায় না। কিন্তু সেই বিশিষ্ট প্রয়োগ বাংলা ভাষার স্পষ্টরূপ নয়। মধ্যযুগে বাংলা ছিল মুসলিম শাসিত। ফলে বাংলা ভাষার সাথে আরবি, ফারসি, তুর্কী শব্দ যুক্ত হয়। যেমন = আরবি শব্দ [দার - ডিহিদার (বাংলা)], [গিরি - বাবুগিরি (বাংলা)], তুর্কী শব্দ = খাঁ, খাতুন, বেগম, দারোগা প্রমুখও বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার কে সুসজ্জিত করেছেন। আধুনিক যুগে বাংলা ভাষার সাথে যুক্ত হয়েছে বিদেশী শব্দ।

ভাষা, ভাষার গঠন এবং ভাষার অবয়ব সম্পর্কে বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞানী ভিন্নমত উপস্থাপন করেছেন। ‘ভাষা’ এই শব্দটির স্পষ্টতার নিরীক্ষণে ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনা উল্লেখ্য। বিজ্ঞান যেমন তার আলোচিত বিষয়ের সততা যাচাই করতে তৎপর কখনো বিশ্লেষণ আবার কখনো সংশ্লেষণের মাধ্যমে। ভাষাবিজ্ঞানীরা ও ভাষাকে বহিরঙ্গ অন্তরঙ্গ কিংবা ব্যাকরণগত দিক থেকে ভাষার ব্যুৎপত্তিগত

রূপ পর্যবেক্ষণ করে থাকেন বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের দ্বারা। মানুষের কথা বলার ধরন, বাক্যের ব্যবহার, বর্ণ এবং শব্দের আঙ্গিকগত দিক প্রমুখ কীভাবে এল,কিভাবে গড়ে উঠল, তার পরিস্ফুট রূপ প্রকাশিত হয় ভাষা বিজ্ঞান শাখায়।

ভাষাবিজ্ঞানী চমস্কির মতে "…. In the technical sense, linguistic theory is Mentalistic, since it is concerned with discovering a mental reality underlying actual behaviour"(১)

ভাষা হল মানুষের এমন এক অভিজ্ঞান যা অন্য প্রাণী থেকে মানুষকে স্বাতন্ত্র দান করে। বিশুদ্ধ ভাষা বিজ্ঞানের লক্ষ্য হলো বিশেষ থেকে সাধারণের দিকে প্রবেশ করা। ভাষার ব্যাকরণগত কাঠামো নিয়ে পাশ্চাত্য ভাষা বিজ্ঞানী এবং বৈয়াকরনিকের মধ্যে নানা মত পার্থক্য থাকলেও, খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে দিয়েনিসিয়ুস থ্রাক্স প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রীক ব্যাকরণ রচনা করেন। যা পরবর্তীকালে রেনেসাঁসের সময় লেখা সমস্ত ব্যাকরণ কে প্রভাবিত করে। ভাষার একটি উল্লেখ্য দিক ব্যাকরণ। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির একজন বড় প্রবক্তার মতে, "…. grammarians have absolutely no authority to preseribe what is 'right' on' wrong' but can merely state what is actual usage, and they are good or bad grammarians as they report truthfully on this point…" (২)

ভাষা একটি সাধারন ভাষা বিজ্ঞান রয়েছে যাকে বলা হয় General linguistics, আরেকটি রূপ আছে যাকে বলা হয় Philology. ভাষা জিজ্ঞাসার বিষয়ে বহুকাল ধরে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য আলোচিত ও চর্চিত হয়ে আসছে। ভাষা বিষয়ক আলোচনার বিকাশ হয়েছিল ভারতবর্ষে। যাকে "ব্যাকরণ" বলা হয়ে থাকে। ভারতীয় ব্যাকরণবিদদের মধ্যে বিখ্যাত হলেন পাণিনি। পাণিনি পূর্ব বৈয়াকরনিক হলেন যাস্ক। যাস্ক তাঁর ব্যাকরণে বিশেষ্য, ক্রিয়া, অব্যয় উপসর্গের উল্লেখ করেছেন। যা পরবর্তী ব্যাকরনের ধারাকে প্রভাবিত করেছিল। বস্তুত ভাষা বিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্বের মধ্যে সূক্ষ্ম কিছু পার্থক্য রয়েছে যা ভাষার ব্যাকরণ আলোচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

- **ভাষাবিজ্ঞান** (Linguistics)

এক বিজ্ঞান নির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি কথ্য ভাষা বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে চলে ভাষাবিজ্ঞান। ভাষা বিজ্ঞান হল ভাষার গঠন, কার্যপ্রণালী এবং তার প্রয়োগ বিশ্লেষণ। ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিস্তৃত যা মানবমন, সমাজ, সাহিত্য, শিক্ষা, প্রণালী ভাষা প্রমুখ নিয়ে বিশ্লেষিত ও সংশ্লেষিত। আমেরিকা ও ইউরোপকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে ভাষাবিজ্ঞান।

- **ভাষাতত্ত্ব** (Philology)

সংস্কৃতি ও তত্ত্বের রূপ বর্তমান। ভাষাগত প্রসারিত হয় ভাষাবিজ্ঞানের নির্ভরতায়। এটি প্রাচীন ও আদি মানুষের ভাষা আলোচনার বিষয়। ভাষার উৎস এবং ভাষা বংশের পরিচয় বহন করে ভাষাতত্ত্ব। এটি সাহিত্য, দর্শন, ভাষার সূত্র নিয়ে বিচার বিশ্লেষণে আগ্রহী। ভাষাতত্ত্ব শুরু হয় জার্মানিকে কেন্দ্র করে।

ভাষাতত্ত্ব - ভাষা চর্চার ইতিহাস আজকের নয় বহু প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। প্রাচীন বেদোত্তর যুগ থেকে ভারতবর্ষের ভাষা চর্চার সূত্রপাত হয়। প্রাচ্যে স্যার উইলিয়াম জোন্স কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে ভাষা চর্চার এক নতুন দিকের উন্মোচন করেন। এই সময়ে ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষা চর্চার সূত্রপাত হয়েছিল। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের ভাষায় বলা যায় - "……. We may say that historical linguistics is actually one of the best means at the linguistics disposal for investigating the detailed structure of grammars………. Careful analysis of linguistic changes may reveal other wise in accessible aspects of linguistic structure."(৩)

ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব যাকে Diachronic linguistics বলা হয়। যা ভাষায় প্রাক্ ইতিহাস পুনর্গঠন সম্পর্ক নির্ণয় ভাষার বিবর্তনে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কারণের প্রভাব অন্বেষণ এবং ব্যুৎপত্তিগত বিদ্যা অধ্যয়ন করতে সহায়তা করে। সাধারণত ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। ভাষা পরিবার প্রতিষ্ঠা এবং প্রোটো ভাষা পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে প্রাচীন পন্ডিতরা তুলনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করতেন। যার প্রভাব পড়ে ইন্দো- ইউরোপীয় ভাষাগুলির উপর। এছাড়াও তুলনামূলক ভাষা তাত্ত্বিক কাজ বিস্তৃত হয়েছে অস্ট্রোনেশিয়ান এবং নেটিভ আমেরিকান ভাষার ওপর, তুলনামূলক ভাষা বিজ্ঞান ঐতিহাসিক

ভাষাতত্ত্বের এক বিস্তৃত রূপ পরবর্তী পর্যায়ে রাস্ক, ক্রামজবপ, ভিল হেলম হন হুমবোল্ট উনিশ শতকের ভাষা চর্চার ইতিহাসকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু এর পরই ভাষাচর্চার যাত্রাপথের ইতিহাস ভাষাতত্ত্ব থেকে ধীরে ধীরে ভাষাবিজ্ঞানের পথে বিবর্তিত হতে থাকে। ভাষার বিশ্লেষণকে ভাষাতত্ত্ব (linguistics) এবং ভাষার বিশ্লেষণকারী কে ভাষাতাত্ত্বিক (Linguist) বলা হয়। ভাষাতত্ত্বের স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ক্যারল লিখেছেন, “It is the scientific enterprise of investigating the language & dialects which are in use, or have been used, by various speech communities through out the world .... by examining & comparing, actual manifestation of language...... Description of the ‘Linguistic code’ which more or less uniformly manifests itself in all verbal communication or message obervable in the speech community.” (৪)

কোন ভাষার যথার্থ পরিচয় ভাষার মৌখিক বা কথ্যরূপের মধ্যে প্রতিফলিত। মুখের ভাষায় প্রয়োজনীয় নিদর্শন সমূহের পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং তুলনার মধ্য দিয়ে একটি ভাষার যথার্থ বিশ্লেষণ এবং বৈশিষ্ট্য উদঘাটন সম্ভব। ভাষাতাত্ত্বিকেরা ভাষার বিশ্লেষণে কথ্য বা লিখিত রূপের থেকে ভাষার প্রকাশ মাধ্যম (vehicle of communication) বিশ্লেষণে বেশি জোর দিয়েছেন, ভাষাতাত্ত্বিকরা নাম মূলত একজন সমাজবিজ্ঞানী (social scientist) তাদের বিশ্লেষণের বিষয় ভাষার প্রত্যক্ষ রূপ। ভাষার বর্ণনামূলক বিশ্লেষণই ভাষাতাত্ত্বিকের কাজ। ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে ভাষার কথ্য রূপ অধিক গুরুত্ব পায় বটে কিন্তু লেখ্যরূপ ও উপেক্ষিত নয়। ভাষাতত্ত্বের একটি উপশাখা হল লিপি বা বর্ণমালা তত্ত্ব। ভাষার সংগঠন (structure) বিশ্লেষণ বর্ণনামূলক (Descriptive) ঐতিহাসিক (historical) তুলনামূলক (comparative) এই ত্রিবিধ ভাষা তত্ত্বেই প্রয়োজনীয়। ভাষার বর্তমান কথ্যরূপের বিশ্লেষণ বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বের, ভাষার অতীত রূপের ইতিহাসমূলক বা কালানুক্রমিক এবং একই ভাষার বিভিন্ন সময়ের বা বিভিন্ন ভাষার সংগঠনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের কাজ।

প্রাচীন যুগে ভাষাতত্ত্বের যথার্থ আলোচনা হয় প্রথম ভারতীয় উপমহাদেশে। পানিনি ভাষা বিশ্লেষণের এবং ব্যাকরণ রচনার আদর্শ নিদর্শন দিয়ে গেছেন। কিন্তু ভাষা বিশ্লেষণ পদ্ধতি সম্পর্কে কিছুই বলেননি। আধুনিক ভাষাতত্ত্বের প্রয়াস হল সেই বিশ্লেষণ পদ্ধতির আবিষ্কার। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের গভীর আগ্রহ ও অনুশীলনের ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে তুলনামূলক কালানুক্রমিক ভাষাতত্ত্বের (Comparative philology) উদ্ভব হয়। পরবর্তী পর্যায়ে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বের (Descriptive linguistics) উদ্ভব হয়। যা ভাষার ধ্বনিমূল সম্পর্কিত চেতনার সূত্রপাত। বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বের এক উল্লেখ্য নাম হলো Ferdinand De Saussure, পরবর্তী পর্যায়ে Edward Sapire এবং Leonard Bloomfield এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। পরবর্তী ক্ষেত্রে এই বর্ণনামূলক ভাষা বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে ‘Structural linguistics’ বা সংগঠনিক ভাষা তত্ত্বে পরিচিতি লাভ করে, যা ভাষার ধ্বনি, রূপ ও বাক্যের সংগঠন, বাক্যের অর্থের প্রতি গুরুত্ব আরোপ না করে ভাষার বিশ্লেষণের ওপর জোর দেয়। মার্কিন ভাষাতাত্ত্বিক রবার্ট হল (জুনিয়র)লিখেছেন, “In America, Bloom fields Language Is generally considered the greatest single book on linguistics published in our country on either side of the Attantic. It has served as a model and guide for all American since its appearance” (৫)

ভারতীয় উপমহাদেশে অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভাষাতত্ত্বের সূত্রপাত ঘটেছিল। কিন্তু ল্যাটিন ব্যাকরণ এর নামান্তর বাংলা ব্যাকরণ এ ভাষাতত্ত্বের স্বরূপগত ঐতিহ্য ততটা বিকশিত হয়নি। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ‘বাংলা উচ্চারণ’ শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন— “প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণ একখানিও প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণ এর একটু ইতস্তত, করিয়া তাহাকে বাংলা ব্যাকরণ নাম দেওয়া হয়।”(৬)

রবীন্দ্রনাথের আলোচনায় বর্ণনামূলক পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। তিনি বাংলা লিখন প্রণালীর সাথে মুখের ভাষার তুলনা করেছেন। ইংরেজি ধ্বনিতাত্ত্বিক Daniel Jones এর আধুনিক ধ্বনিতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে বাংলা ভাষার ধ্বনিমূলগুলো আবিষ্কারের প্রথম সার্থক প্রয়াস ড: সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ‘A brief sketch of Bengali phonetics’ (১৯২৮খ্রী:) পুস্তকটি ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের ভাষাতত্ত্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান বাংলা ভাষার উদ্ভবত্ত বিকাশের ইতিহাস। ‘Origin and Development of Bengali language’ (১৯২৬ খ্রী:) দুই খন্ডে প্রকাশিত গ্রন্থ। বিদেশী ভাষায় বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে বাংলা কথ্য ভাষা বিশ্লেষণের কয়েকটি প্রয়াস উল্লেখ্য। (১৯৩৩খ্রী:) প্রকাশিত জার্মান ভাষার আর ওয়াগনারের ‘Bengalische Texte Inder Aussprache des standard Colloquial; ১৯৩৪ খ্রী: প্রকাশিত ইংরেজি ভাষার ডব্লিউ সাটন পেজের ‘An Introduction to colloquial

Bengali'. ক্যারল ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন "Developed during the nineteenth century primarily in connection with studies of the Indo - European languages. It is concerned with showing the historical development of languages and in some cases with showing the common genetic origins of groups of languages, by means of such procedures as the identification uniformly operating changes in the sound of language . These uniform operating sound changes are sometimes known as 'Phonetic laws' " (৭)

ভাষাবিজ্ঞানের ধারা - মানুষের ভাষা চর্চা সূত্রপাত হয়েছিল ব্যাকরণের মধ্য দিয়ে। প্রাচীন ভাষাতত্ত্ব বৈজ্ঞানিক নীতি পদ্ধতির ওপর বিবর্তিত হয়ে ভাষাবিজ্ঞানের আসনে অধিষ্ঠিত হল। এই ভাষা শাস্ত্রের তিনটি দিক রয়েছে।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভাষা শাস্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে ভাষাবিজ্ঞান বিশেষভাবে উল্লেখ্য। দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য অনুসারে ভাষাবিজ্ঞান চর্চার দুটি শাখা উল্লেখ্য।

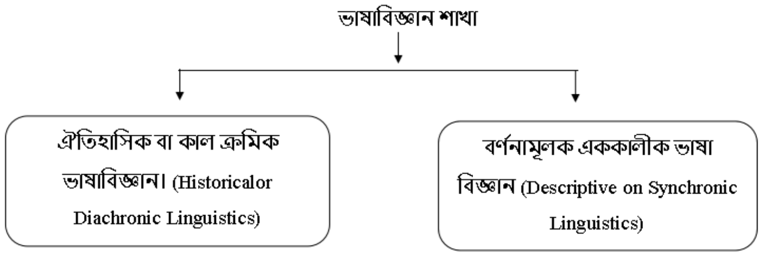

Synchronic Linguistic যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের ভাষার গঠনগত ঘটনাকে বিশ্লেষিত করে, যার ধারাবাহিকতা বর্তমান নয়। কিন্তু Diachronic Linguistics হল ঐতিহাসিক ভাষার গঠনগত রূপ যা কালানুক্রমিক পর্যায়ে বর্তমান। সময় এবং যুগের পরিবর্তনে ভাষা চর্চা বিভিন্ন ভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। যা ভাষা তত্ত্বের ক্ষেত্রে এই রূপ চর্চাকে আলোচ্য বিষয়ে পর্যবসিত করা হত না। ভাষাবিজ্ঞানের একটি নতুন শাখা হলো 'শৈলীবিজ্ঞান' (Stylistics) যা আধুনিককালের ভাষা চর্চার চর্চিত ও বিশ্লেষিত একটি রূপ। এর সাথে যুক্ত হয়েছে ছন্দো বিজ্ঞান (Prosody)। ভাষাবিজ্ঞানের শাখায় আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে প্রধানত কয়েকটি দেখা যায়।

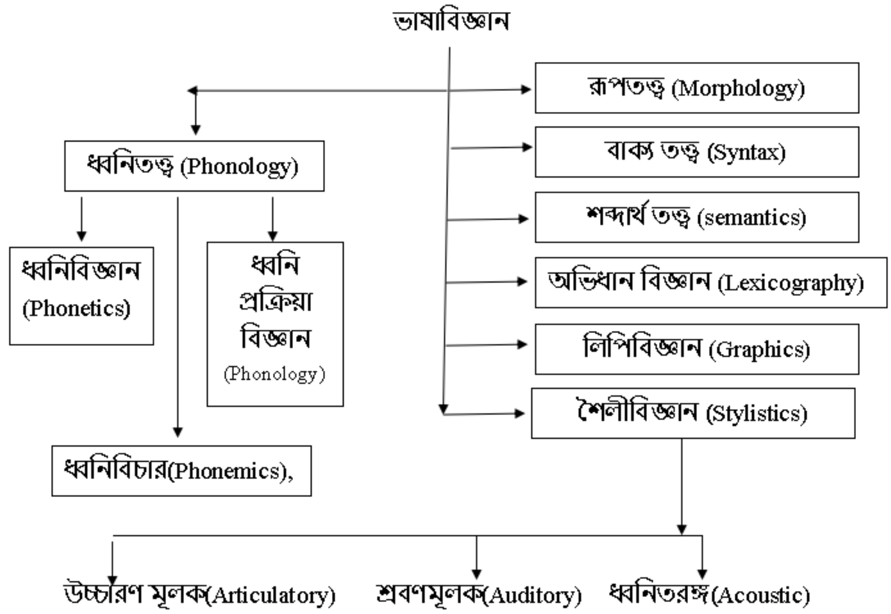

সাধারণত sound হল ধ্বনি অর্থাৎ যে কোনো আওয়াজ। কিন্তু ভাষার বিজ্ঞানে মানুষের বাগ্ যন্ত্র এর সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনি হলো গ্রহণযোগ্য। ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনি প্রতিষ্ঠিত। এই ধ্বনি তত্ত্বের গঠন বাগ্ যন্ত্র এর গঠন এবং স্থান অনুযায়ী উচ্চারণ ও ভিন্ন। যেমন - ভোকাল (Vocal) স্তর গুলি যদি কম্পিত হয়ে কণ্ঠস্বর তৈরি করে তাহলে কণ্ঠস্বরের শব্দ তৈরি হয় যেমন - ‘Z’ আবার ভোকাল (Vocal) স্তরগুলি যদি কম্পিত না হয় এবং কণ্ঠস্বরহীন শব্দ তৈরি করে যেমন- ‘S’। বিষয়ের প্রকারভেদ অনুযায়ী ধ্বনিতত্ত্বের তিনটি রূপ।

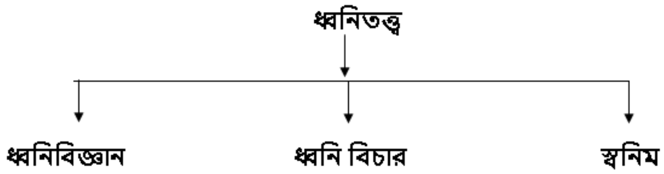

আমাদের vocal organs থেকে ধ্বনি যখন শ্বাসবায়ু,ফুসফুস, নাসিকা, জিহ্বার, অগ্রপশ্চাৎ সঞ্চালন অনুযায়ী বাতাসে আংশিক বা পূর্ণবাধা প্রাপ্ত হয়ে নানা ধরনের Sound Waves সৃষ্টি করে যা ধ্বনির উচ্চারণ, শ্রবণ এবং ধ্বনি তরঙ্গের উপর নির্ভর করে। যেমন - দন্ত্য ধ্বনি (দ,ধ,ন,ণ) এদের উচ্চারণের সময় জিহ্বা বারংবার দন্ত স্পর্শ করে। শিসধ্বনি (শ,স) এইগুলি উচ্চ বায়ু শ্বাসবায়ু শিসের আকারে নির্গত হয়। ঘোষ এবং অঘোষ ধ্বনী গাম্ভীর্য বা নাদের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। উচ্চারণ বৈচিত্র্য স্বাধীন বা আশ্রয়স্থানভাগী তা নির্ভর করে ধ্বনি বিচারের ওপর। স্বনিম প্রক্রিয়া বিজ্ঞান প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব কিছু নিয়ম অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট ভাষার কোনো একটি শব্দের যেকোনো একটি মাত্র ধ্বনি বদলে দিয়ে তার জায়গায় অন্য ধ্বনি বসিয়ে দিলে, ধ্বনির যে অদল বদল যা দুটি ধ্বনি মূল ধ্বনিরূপে গ্রহণযোগ্য হবে। যেমন- ‘যখন’ শব্দটি (য্+অ+খ্+অ+ন্) এতে ‘যখন’ শব্দের জায়গায় ‘য’ অক্ষরটি বদলে ‘ত’ বসালে ‘তখন’ শব্দে রূপান্তরিত হবে। এখানে ‘য’ এবং ‘ত’ বাংলা ভাষার দুটি মূলধ্বনি বা স্বনিম।

বাংলা ব্যাকরণ এর শব্দ বা পদের আলোচনা কে রূপতত্ত্ব বলা হয়। যা শব্দ তত্ত্বের আর এক রূপ। এক বা একাধিক ধ্বনির অর্থবোধক সম্মেলনে শব্দ তৈরি হয়। শব্দের ক্ষুদ্রাংশকে বলা হয় রূপ। আবার রূপ দল নয়। যেমন - ফেরিওয়ালা (শব্দ) যার দুটি রূপ = ফেরি + ওয়ালা। আবার দল হল ফে,রি,ও,য়া,লা। রূপতত্ত্ব স্বাধীন এবং পরাধীন আছে। যেমন- খাবারগুলো এখানে ‘খাবার’ স্বাধীন রুপ মূল এবং ‘গুলো’ হচ্ছে পরাধীন রূপমূল। সাধারণত মূল রূপবিজ্ঞান (Morphemics) এবং রূপ প্রক্রিয়া বিজ্ঞান (Morphology) এই দুটিকে একত্র করে Morphology বা রুপতত্ত্ব গড়ে উঠেছে। বাক্যতত্ত্ব ভাষাবিজ্ঞানের শাখায় বাক্যের গঠন নিয়ে আলোচনা করে। শব্দ কিভাবে যুক্ত হয়ে বাক্যের গঠনগত রূপ তৈরি করে সেটাই বাক্য তত্ত্বের আলোচনা। বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাক্যতত্ত্বের কাজ মানুষের ভাষা বোধের একটি মডেল তৈরি করা। আবার অন্য দিক থেকে বাক্যতত্ত্ব বিভিন্ন ভাষার উপাও সংগ্রহ করে সাদৃশ্য এবং বৈশাদৃশ্য বর্ণনামূলক সাধারণ বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করে। Noam Chomsky র ‘Principle and Para Meters’ এ বাক্য তত্ত্বের এই মডেলটি আলোচ্য। ভাষার একটি দিক যেমন-ধ্বনি, রূপ এবং বাক্য আছে, তেমনি ভাষার আরেকটি দিক রয়েছে যা হচ্ছে অর্থের দিক। এই অর্থের তত্ত্ব নিয়ে গঠিত রূপ হল শব্দার্থতত্ত্ব। শব্দের অর্থ বাক্য ভেদে ভিন্ন। যেমন- ‘পঙ্কজ’ বলতে আগে বোঝাতো পাঁকে জন্মানো সমস্ত কিছুকে কিন্তু এখন ‘পঙ্কজ’ বলতে পদ্মফুলকে বোঝায়। সুতরাং ধ্বনি, শব্দ, বাক্য এবং ঐতিহাসিক ও বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে আলোচ্য বিষয়।

ভাষা বিজ্ঞানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল অভিধানবিজ্ঞান(Lexicography)। এই অভিধান বিজ্ঞান কে অনেকে ফলিত ভাষাবিজ্ঞানের শাখা বলে মনে করে থাকেন। অভিধান ভাষার প্রকাশগত দিক এবং বিষয়গত দিকের মধ্যে সংযোগ বিধান করে। ‘Dictionary’ শব্দটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় স্যার টমাস এলিয়টের ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে লাতিন ইংরেজি অভিধানে। যাস্কের লেখা ‘নিরুক্ত’ গ্রন্থটি ভারতের প্রথম অভিধানের মর্যাদা পায়। লিপি বিজ্ঞান হল এককালের মানুষের মুখের ভাষা অন্য কালের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মূর্ত লিখিত রূপ। David Diringer একজন বিখ্যাত লিপি বিজ্ঞানী। তাঁর ‘Alphabet’ গ্রন্থে পৃথিবীর সব ভাষার ইতিহাসে লিপির বিবর্তন কাহিনী বর্তমান। শৈলীবিজ্ঞান এমন একটি বিষয় যা সাহিত্য সমালোচনা এবং ভাষাবিজ্ঞানের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। ভাষাবিজ্ঞানী ক্রিস্টাল কেমব্রিজ ভাষা বিশ্বকোষে দেখেছেন যে, বাস্তবে অধিকাংশ শৈলী পর্যালোচনা হয়েছে সাহিত্যের জটিল ও সাহিত্য মূল্য সমৃদ্ধ ভাষার উপর, যাকে সাহিত্য শৈলী ও বলা হয়। শৈলীবিজ্ঞান হলো একটি ব্যতিক্রমী বিষয় যেটা কোন ভাষার বিশেষ রূপের গঠন এবং ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনে সহায়তা করে।

ভাষার বিকাশ একটি নির্দিষ্ট দিন বা সময়ের নিরিখে ঘটেনি বহু যুগ ধরে বৈয়াকরণিক এবং ভাষাবিদ্ দের অনন্ত প্রচেষ্টায় ভাষার বিকাশ ঘটে। ভাষা জিজ্ঞাসার প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আদি কেন্দ্র গ্রীসের ব্যাকরণের মধ্য দিয়ে। যার সূত্রপাত ঘটে প্লেটোর রচনার মধ্য দিয়ে। তাঁর রচনায় ভাষা সম্পর্কীয় গভীরতত্ত্ব এবং ব্যাকরণগত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তী পর্যায়ে প্লেটোর চিন্তা ভাবনা থেকে বেরিয়ে অ্যারিস্তোতেল ভাষার শৈলীকে স্পষ্টতর করতে চেয়েছিলেন। লাতিন ভাষায় প্রাপ্ত পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ হচ্ছে Donatus এর লাতিন ব্যাকরণ, এবং Priscianus এর লাতিন ব্যাকরণ। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে Scholastic দর্শন গোষ্ঠীর লেখকদের রচিত ব্যাকরণের লাতিন ব্যাকরণের সূত্রের সঙ্গে ব্যাকরণের তাত্ত্বিক দিকের যোগসূত্র স্থাপিত। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত Plato এবং Priscianus এর ব্যাকরণ ছিল প্রাচীন ধারার। খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে শুরু হয় ব্যাকরণের মধ্য পর্ব। ভাষার বিকাশে ব্যাকরণগত চিন্তা ভাবনার বিকাশ শুরু হয় নবজাগরণের সময়। এই সময় Comparative Philology (তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব) নিয়ে চর্চার সূচনা হয়। Sir William Jones (1746-1794 খ্রিষ্টাব্দ) কলকাতায় Royal Asiatic Society র তৃতীয় বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে Comparative Philology প্রসঙ্গ নিয়ে আসেন— "The sanskrit language, whatever beits antiquity, is of a wonderful structure; More perfect than the Greek, more copious than the latin and more exquisitely refined than either; Yet bearing to both of them a stronger affinity, both in the roots of verbs, and in the forms of grammar, than could possibly have been produced by accident; So strong, indeed, that no philology could examine them all three, without believing them to have sprung from some common source, which perhaps no longer exists"(৮)

ভারতবর্ষে প্রথম তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সূচনা হয়। জার্মানিতে Friedrich Von Schlegel তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সূচনা করেন। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন ইন্দো- ইউরোপীয় ভাষা সমূহের তুলনার সাথে প্রাচীন আর্য জাতির ইতিহাস নির্ণয় করা।

ব্যাকরণগত তত্ত্ব ধারা পর্যালোচনার ক্ষেত্রে ভাষা চর্চার ইতিহাসে দুটি গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল - প্রাচীন বৈয়াকরণ গোষ্ঠী এবং নব্য বৈয়াকরণ গোষ্ঠী। নব্য বৈয়াকরণ গোষ্ঠীর শাখায় ফরাসি ভাষাতত্ত্ববিদ্ Antoine Meillet ইন্দো ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ব এবং সাধারণ ভাষাবিজ্ঞানে উল্লেখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে Bishop caldwell ইন্দো ইউরোপীয় ভাষার সাথে দ্রাবিড় ভাষা আলোচনার অংশ হয়ে উঠতে থাকে। এছাড়াও John Beames 'Comparative Grammar of the Dravidian languages' গ্রন্থে নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণ রচনার প্রচেষ্টা করেন, তাঁর মতে— "It was, I think, in1865 that I first saw Dr. Caldwell's Grammar of the Dravidian languages, and it immediately occured to me that a similar book was much wanted for the Aryan group."(৯)

তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের একটি সহায়ক উপকরণ হলো তুলনামূলক অভিধান গ্রন্থ। R.L.Turner এর রচিত 'A Comparative Dictionary of the Indo - Aryan language.'

উনবিংশ শতাব্দীতে তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের সাথে জার্মানিতে ভাষাবিজ্ঞানের সূচনা হয়। Leonard Bloomfield কে সাধারণ ভাষাবিজ্ঞানের সূচক বলা যেতে পারে। নব্য বৈয়াকরণ গোষ্ঠীর অনেকেই ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের সমর্থক ছিলেন। ধীরে ধীরে নব্য বৈয়াকরণ গোষ্ঠীদের মধ্যে কঠোর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক প্রসারতা দেখা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে পাশ্চাত্য বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল। ১৯ শতকের শেষে সুইস ভাষাবিজ্ঞানী Ferdinand-de-saussure ভাষা গবেষণার ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনেন। তিনি প্রথম এককালিক ও কালানুক্রমিক ভাষা বিজ্ঞানের পার্থক্য করেন। তাঁর মতে ভাষা Language এবং Parole দুটি ভিন্ন সত্তা। Saussure এর মতে, ভাষা বিভিন্ন আন্তঃ সম্পর্কিত ও পরস্পর নির্ভর উপাদানে তৈরি একটা সংগঠন। পরবর্তী ক্ষেত্রে Bloomfield নিয়মতান্ত্রিক বিশ্লেষণী পদ্ধতি অনুসরণের দ্বারা ভাষার বিবরণমূলক ব্যাকরণ রচনা করেন। পরবর্তী পর্যায়ে Noam Chomsky তাঁর "Syntactic structure" গ্রন্থে "Transformational Generative Grammar" এর মধ্য দিয়ে ব্যাকরণের সূত্রগুলো দিয়ে ভাষার সমস্ত বৈধ বাক্যের গঠনের কথা বলেন। তাঁর মতে, সব ভাষার মানুষই ভাষা বিষয়ক কিছু সার্বজনীন ধারণা গ্রহণ করেন, যাকে তিনি 'Universal Grammar' বলেছেন। চমস্কির ব্যাকরণ এর সর্বশেষ তত্ত্ব হল "Linguistic Universal theory".

প্রাচীন ভাষা জিজ্ঞাসা ধারা ছিল বর্ণনামূলক। বৈদিক যুগের শেষে ভাষাবিজ্ঞান শাখার বিকাশ দেখা যায়। বেদের ছটি অংশের মধ্যে শিক্ষা, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দতে ভাষার বিভিন্ন দিকের আলোচনা রয়েছে। আধুনিক ক্ষেত্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কে কেন্দ্র করে ভাষাবিজ্ঞান চর্চার যে ধারার সূচনা হয়েছিল তার বিকাশ হয়েছিল ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান চর্চায়। আধুনিক যুগে ভাষাতত্ত্ব থেকে বিজ্ঞানের কঠোর ধারা গ্রহণ করে বিজ্ঞানের একটি অন্যতম শাখা হিসাবে 'ভাষাবিজ্ঞান' নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বর্তমান যুগে উন্নততর প্রযুক্তি কৌশলে ভাষাবিজ্ঞান গবেষণা বহুলাংশে উন্নততর হয়েছে, যা আগামীতে ভাষার জগতে এক ফলপ্রসূরূপ লাভ করবে।

তথ্যসূত্র:

১. শ্ব, ড: রামেশ্বর, 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা', তৃতীয় সংস্করণ, ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৪০৩, মুদ্রক, আনন্দ প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস প্রাঃ লিমিটেড, পৃঃ ৩

২. তদেব, পৃঃ ২০-২১

৩. তদেব, পৃঃ ৩২-৩৩

৪. ইসলাম, রফিকুল, 'ভাষাতত্ত্ব', বিপাশা মুদ্রণ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৫, নভেম্বর, পৃঃ ৪-৫

৫. তদেব, পৃঃ ১৩-১৪

৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'বাংলা উচ্চারণ', শব্দতত্ত্ব পারিজাত প্রিন্টার্স, জানুয়ারি, ২০০৪, পৃঃ ৮৭৯।

৭. ইসলাম, রফিকুল,'ভাষাতত্ত্ব' বিপাশা মুদ্রণ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৫, নভেম্বর, পৃঃ ১৯-২০

৮. শ্ব, ড: রামেশ্বর, 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা', তৃতীয় সংস্করণ, ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৪০৩, মুদ্রক, আনন্দ প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস প্রাঃ লিমিটেড, পৃঃ ৭১

৯. তদেব পৃঃ ৯১

গ্রন্থপঞ্জী:

- আজাদ, হুমায়ুন, 'বাঙলা ভাষার শত্রুমিত্র,' আগমনী প্রকাশনী, পঞ্চম মুদ্রণ, ভাদ্র, ১৪২১, সেপ্টেম্বর, ২০১৪।
- আমীন, ড: মোহাম্মদ, 'বাংলা সাহিত্য ও ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস', আগমনী প্রকাশনী, প্রকাশ, কার্তিক, ১৪২৬, অক্টোবর, ২০১৯।
- আলম, ফয়েজ, 'ভাষার উপনিবেশ: বাংলা ভাষা রূপান্তরের ইতিহাস', সংবেদ প্রিন্টিং পাবলিকেশন, দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০২৩।
- বিশ্বাস, সুপ্রিয়া, 'ভাষা পরিবর্তন ও ভাষা বৈচিত্র্য : ভাষা বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারার প্রেক্ষিতে,' ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, Trisangam International Referred Journal Volume - I, Issue - III, Publication on July, 2021, Pg (1-2)
- ভট্টাচার্য, সুভাষ, 'ভাষা চর্চার একাল সেকাল', মুদ্রক আনন্দ পাবলিশার্স, নভেম্বর ৭, ২০২০।
- ভট্টাচার্য, সুভাষ, 'ভাষাতত্ত্ব ও বাংলা ভাষা,' বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, পরিমার্জিত সংস্করণ, মার্চ,২০২১।

- ভৌমিক, সুহৃদকুমার, 'বাংলা ভাষার গঠন,' বইপত্তর, মুদ্রণ, নভেম্বর, ২০২৩
- মুখোপাধ্যায়, সাত্তলি, 'সংবর্তনি ব্যাকরণের তথ্য অনুসারে বাঁকুড়া জেলার ভাষা বিশ্লেষণ', যাদবপুর, ২০১৩।
- শ্ব, ড: রামেশ্বর, 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা', মুদ্রক, আনন্দ প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস প্রাঃ লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২১,১৯৮৮, তৃতীয় সংস্করণ, নভেম্বর ২৪, ১৯৯৬।
- সরকার, পবিত্র,'ভাষা ব্যাকরণের বাইরে,' দেশ পাবলিশিং,প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০২৩, আষাঢ় ১৪৩০।
- সেন, সুকুমার, 'ভাষার ইতিবৃত্ত,' দশম মুদ্রণ, নভেম্বর, ২০০৪, মুদ্রক আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড।
- সেন, সুকুমার, 'ভাষার ইতিবৃত্ত', আনন্দ পাবলিশার্স, দশম মুদ্রণ, নভেম্বর, ২০০৪।

Citation: **Das. B. & Debnath. G.,** (2026) "ভাষাতত্ত্ব থেকে ভাষাবিজ্ঞান: বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-4, Issue-06, June-2026.